বিয়োগান্তক ঘটনা প্রতিরোধে মায়েদের সাথে কাজ করা নিয়ে - ফাতেন এর খুলা চিটি

আমার নাম ফাতেন। আমি সিরিয়া থেকে আমার পরিবার নিয়ে যুক্তরাজ্যে চলে আসি কেননা আমাদের জীবন ঝুকিপুর্ন ছিলো, আমার দেশটিতে কোন নিরাপত্তা নেই এবং প্রতিদিনই অবস্থার অবনতি হচ্ছে - যার কারণে যুদ্ধবিদ্ধস্ত সিরিয়া থেকে পরিত্রান এর জন্য দেশত্যাগ এর মত কঠিন একটি সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে হয়েছে।

এমন অনেক বিষয় বা সুবিধা যা আপনারা অতি স্বাচ্ছন্দে প্রতিনিয়ত এদেশে পেয়ে যাচ্ছেন সিরিয়াতে আমাদের সেরূপ সুযোগ নেই। আমার দেশে জীবনের বাস্তবতা হচ্ছে ঘর থেকে বেরুনো মানেই বিপদ - জনসাধারণ মনে করে যে শুধু নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়া থেকে মুক্তি পেতে তাদেরকে আত্ন-পরিচয় গোপন করার পাশাপাশি পোশাক-আশাকে পরিবর্তন এনে ছদ্ধ-বেশ ধারণ করে চলা-ফেরা করতে হবে । আমার ছেলেকে গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে ঘর থেকে বেরুনো মাত্রই আমাকে এবং আমার স্বামীকে হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। আমার স্বামীর ভাইটি কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার এর শিকার হন। এই ছিলো আমাদের জীবনের বাস্তবতা।

আমি এখানে ইউ, কে. তে বসবাসরত মা'দেরকে বলবো দয়া করে আপনারা নিজেদেরকে এমন ক্ষতির সম্ভাবনায় ফেলবেন না যার ফলে সহসা একদিন জেগে উঠে আপনাকে জানতে হয় যে আপনার মেয়েটি সিরিয়ায় পালিয়ে গেছে। হয়তোবা সেটি হয়ে উঠতে পারে তার সাথে আপনার শেষ দেখা এবং কথা বলা। যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত একটি দেশের বাস্তব জীবন-চিত্র নিয়ে তার সাথে আপনি কথা বলুন আর তাকে বুঝান অংকিত ভাবমূর্তি থেকে বাস্তবতাটি আসলে কতটুকু ভিন্ন।

দয়া করে আপনার মেয়েকে বুঝতে সাহায্য করুন যে সে হয়তোবা এমন ধারণা করছে যে আমাদের দেশে এসে সে সিরিয়ার জনগনকে সাহায্য করছে, কিন্তু আসলে তা মোটেই সত্য নয়। বরং তার এমন কাজ আমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার যাদেরকে আমাদেরকে ছেড়ে আসতে হয়েছে তাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তুলবে।

বিয়োগান্তক ঘটনা প্রতিরোধে মায়েদের সাথে কাজ করা নিয়ে - ইসাফ এর খুলা চিটি

আই. এস. আই. এস. (আইসিস) এ যোগ দিতে সিরিয়ায় ভ্রমনকারী কম বয়সী নারীদের ব্যাপারে যখন শুনতে পাই তখন আমি মর্মাহত হই কেননা আমি জানি যে এর মাধ্যমে আমার জাতির কোন উপকার হবে না বরং এটি এই অল্প-বয়সী নারীদের জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনতে পারবে না যারা ভুল করে ভাবছে যে আমার দেশে তাদের ভালো একটি ভবিষ্যত রয়েছে।

আমি সিরিয়া ছেড়ে এসেছি কারণ সত্য বলতে কি আমার দেশের কোন ভবিষ্যত নেই। নিরাপদ জীবন যাপনের স্বাধ অনুভব করতে এবং আমার বাচ্চাদের ও নিজের প্রানের নিরাপত্তা খুজতে গিয়েই আজ ইউ. কে. (UK) তে আমার আগমন।

আমার দেশের পরিস্থিতি বেশ জটিল যেখানে অসংখ্য নিরাপরাধ নারী-পুরুষ এবং শিশুদেরকে হত্যা করা হচ্ছে।

বন্ধুক হাতে নিয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়না। বন্ধুকের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতার প্রয়োজন - এটি শুধু যুদ্ধাবস্থাকে দীর্ঘায়িত করছে যা আমার জন্মভূমিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

অল্প-বয়স্ক একজন মুসলিম নারী হিসাবে নিজেকে দেখলে আমি বলবো - আমি একটি উন্নত শান্তিপুর্ন দেশে বসবাস করছি। আমি কেনইবা সিরিয়ায় যেতে চাইবো যেখানে আইসিস মানুষকে শত শত বছর পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। তারা জনসাধারনকে শিক্ষিত হয়ে উঠা থেকে বিরত রাখছে, নিরক্ষর বানিয়ে দিচ্ছে। আমার বোন্ আমাকে একটি পরিবার এর সম্পর্কে বলেছে যেখানে চার্ বছরের বালিকা সহ প্রত্যেক নারীকে নিকাব পরতে বাধ্য করা হয়েছে, তাদের জন্য একা একা নিজে নিজে ঘুরা-ফেরা করা সহ কোন কিছু করার অনুমতি নেই। আমি যে সিরিয়াকে চিনতাম এই সিরিয়া সেই সিরিয়া নয়।

আমি মা'দেরকে বলবো, আপনার মেয়ে যদি সাহায্য করতে আগ্রহী হয়ে থাকে তবে অনুগ্রহপূর্বক তাকে তেমনটি করতে উৎসাহ দেন তবে এখানে, ইউ. কে. তে - চ্যারিটি সংস্থাদের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এবং শরণার্থীদের সাহায্যের মাধ্যমে - আমাদের মত লোকজনকে যারা জীবনের নিরাপত্তার খোজে নিজেদের দেশ-ত্যাগ করে এসেছে। এভাবেই একজন আদর্শ মুসলমান হিসাবে সে সত্যিকার অর্থে বাস্তবিক পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

অল্প-বয়সী মেয়েদেরকে আমি বলবো আপনারা নিজেদেরকে নিয়ে ভাবুন এবং আপনাদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করুন। সিরিয়ায় গিয়ে গ্রেফতার, নির্যাতন এবং এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া সহ কক্ষনো ঘরে না ফেরার সম্ভাবনাকে এড়িয়ে এখানে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তুলুন যেখানে রয়েছে অবারিত সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীন জীবন-যাপনের সুযোগ।

বিয়োগান্তক ঘটনা প্রতিরোধে মায়েদের সাথে কাজ করা নিয়ে - যাকা'র খুলা চিটি

সিরিয়ার জনগণ এর পক্ষ থেকে আমি ইউ. কে. তে বসবাসরত মায়েদের জন্য তাদের মেয়েদের সাথে শেয়ার করার জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছি - আর সেটি হচ্ছে, দয়া করে সিরিয়ায় গমন করা থেকে বিরত থাকুন।

স্নাইপার/বন্ধুকধারী কর্তৃক আমার স্বামী নিহত হওয়ার পর আমার তিন ছেলে-সন্তানের প্রাণ-নাসের আশংকায় আমি সিরিয়া ছেড়ে আসি। আমাদের মত নির্দোষ লোকদের গ্রেফতারের সমূহ আশংকায় এবং পাশাপাশি আমার ছেলের লিউকমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকার কারণে আমি আমার মাতৃভূমি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেই, এবং প্রথমে মিসর দেশে গমন করি, তারপর যুক্তরাজ্যে এসে পৌছাই।

আপনার মেয়ের কাছে আমার কাহিনী বলুন যাতে করে সে বুঝতে পারে যে বসবাসের জন্য সিরিয়া একটি ভয়ংকর জায়গা, যা সন্তান-সন্ততি গড়ে তোলার উপযোগী কোন জায়গা নয়। আপনার মেয়েকে বলুন ভেবে দেখতে, এখানে ইউ. কে. তে সে কিরকম সুবিধাদি পাচ্ছে - এমন একটি দেশ যেখানে রয়েছে তার জন্য নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অন্যদিকে সিরিয়া, সেখানে কি রয়েছে ? রয়েছে আইসিস এর নিয়ন্ত্রণ, যেখানে তার কোনটাই সে পাবেনা।

আইসিস এর দর্শন, ইসলাম এর আদর্শ থেকে অনেক দুরে। তারা ইসলামের শিক্ষার অনুসরণ করে না আর তারা আসলে মুসলমান নয়। সিরিয়ার জনগণ আসাদ সরকার এর চেয়ে আইসিস কে বেশি ভয় পায়।

আপনার মেয়ের ভেবে দেখা উচিত যে আইসিস এর কথাও কোন অস্তিত্ব ছিলো না এবং কিভাবে চোখের পলকে এই দলটি হঠাত করে এত সমর্থন পেয়ে উঠলো। আইসিস কোনভাবেই সিরিয়ার জন্য ভালো বা সহায়ক নয় - একটিমাত্র কাজে তারা সুনাম অর্জন করেছে আর তা হচ্ছে তারা মানুষ হত্যা করতে পেরেছে

এবং তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে উত্খাত করতে পেরেছে। তারা আমাদের দেশে যে বিপ্লব এসেছিলো তার কেবল ক্ষতিই করেছে এবং নিরপরাধ সিরিয়াবাসির জন্য অতিরিক্ত কষ্ঠের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

নারী বা পুরুষ যে কোন সিরিয়ান নাগরিকই আপনাকে এটা বলে দিতে পারবে যে, আমাদের দেশে যুদ্ধে যোগ দিতে বা সহায়তা করতে এসে নিজের জীবন বিপন্ন করার কারোর কোন প্রয়োজন নেই।

অনুগ্রহ করে আপনার মেয়েকে বুঝতে সাহায্য করুন যে ইউ. কে. তে অবস্থিত চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে সে অতীব প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহ নিদারুনভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী সিরিয়ার নাগরিকদেরকে কার্যকর অর্থে সহায়তা প্রদানে সক্ষম হতে পারবে। অন্যদের মৃত্যুর সাথে জড়িত হওয়ার ঝুকি নিতে না গিয়ে সে বরং কোন একজন ব্যক্তির জীবনকে সাজিয়ে দিতে, গড়ে তুলতে পারবে এবং একজন সত্যিকার মুসলমান হিসাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হবে।